সংবাদ

19 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মালিকদের ইচ্ছামতো উপাচার্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাকিব উদ্দিন

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য মনোনয়ন ও শিক্ষক নিয়োগে আইনের তোয়াক্কা করছে না অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তারা যাকে খুশি তাকেই উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হিসেবে মনোনয়ন দিচ্ছেন। যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন না করে শুধু স্বজনপ্রীতির মাধ্যমেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এরমধ্যে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য মনোনয়নে চ্যান্সেলরের অনুমোদন প্রয়োজন হওয়ায় দু'একটি ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় অনিয়মের লাগাম টেনে ধরতে পারছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনেকেই ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদে নিয়োগ দিচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাউদ্দিন আহমেদ কয়েক দিন আগে 'সংবাদ'কে জানান, আইন অনুযায়ী উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের প্রস্তাব না করায় কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া আটকে রাখা হয়েছে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এআইইউবি) ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) উপ-উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য যাদের নাম পাঠিয়েছে, তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি,

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## নিয়োগ : হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সনদ জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগ আছে। উপ-উপাচার্য হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, এমন ব্যক্তিও প্রস্তাবিত তালিকায় আছেন।

প্রসঙ্গত, নিয়মানুযায়ী উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিনজন যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে চ্যান্সেলরের দফতর অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। মন্ত্রণালয় এই তালিকা যাছাই-বাছাই করে চ্যান্সেলরের (রাষ্ট্রপতি) কাছে পাঠায়। এরপর চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন।

জানা গেছে, এনএসইউর উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তারা হলেন ড. এএনএম মেশকাত উদ্দিন আহমেদ, ড. গিয়াস উদ্দিন (জিইউ) আহসান ও জসিম উদ্দিন আহমেদ। এরমধ্যে ড. মেশকাত উদ্দিন আহমেদ (২০০৬) সালে নানা কেলেঙ্কারির দায়ে এনএসইউ থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য। জিইউ আহসান গবেষণাপত্র জালিয়াতির দায়ে মর্দান ইউনিভার্সিটি ও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে চাকরি হারিয়েছিলেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান। তিনি বর্তমানে এনএসইউতে শিক্ষকতা করছেন। আর এনএসইউ তদন্তে এবার জসিম উদ্দিন আহমেদের মাস্টার্স ও পিএইচডি সনদ ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া তিনি এখনও সহকারী অধ্যাপক। উপ-উপাচার্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পূর্ণ অধ্যাপক হতে হয়।

এআইইউবিতে উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে আছেন ড. গোলাম মুহাম্মদ। তিনি ৫৭৩ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড জালিয়াতির দায়ে গত বছর এনএসইউ থেকে চাকরিচ্যুত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাবিত তালিকায় দুই ও তিন নম্বরে আছেন যথাক্রমে প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার ও খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর আবদুস সামাদ। তাদের মধ্যে ড. আবদুস সাত্তার বর্তমানে এনএসইউর কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা জানান, এনএসইউ কর্তৃপক্ষ তাকে যথাযথ মূল্যায়ন না করায় তিনি অন্যত্র চাকরির সন্ধান করছেন।

প্রসঙ্গত, ট্রাস্টি বোর্ডের বিরোধের কারণে এনএসইউর উপাচার্য প্রফেসর ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকী গত বছরের ১১ জুলাই পদত্যাগ করেন। এরপর থেকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি শূন্য আছে।

**উপাচার্য নিয়োগে যত অনিয়ম :**

১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পছন্দের শিক্ষককে উপাচার্য বানিয়ে সনদ বাণিজ্য করছেন। কিন্তু প্রভাবশালী শিক্ষা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ১৯৯৬ সালে রাজধানীর উত্তরায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেককে গত বছর অপসারণ করেছেন তারই আপন ভাই হারুন মিয়া। পরবর্তীতে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তিনি ফের উপাচার্যের পদ দখল করেন।

একদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ধানমন্ডিতে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইবাইস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. খন্দকার রেজাউর রহমান ২০১১ সালের শেষের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়টি দখলে নেয় এক প্রভাবশালী শিল্পপতি ও তার ছেলে। তারা নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রতিষ্ঠানের কোন কার্যক্রমকে এখন বৈধতা দিচ্ছে না।

২০০২ সালে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত প্রাইম ইউনিভার্সিটির মালিকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নতুন উপাচার্য বসিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ফলে চ্যান্সেলর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পক্ষের উপাচার্যকেই অনুমোদন দিচ্ছেন না।

রাজধানীর পান্থপথে ২০০৩ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বৈধতা দিচ্ছেন না চ্যান্সেলর। ফলে প্রায় ১০ বছর ধরেই অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

এছাড়া গুলশানে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের পদটি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আইনি প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগও দেয়নি এবং এর অনুমোদনও চায়নি। আর ২০০৩ সালের ৩০ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকার মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলমান থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি প্রায় এক বছর ধরে শূন্য আছে।